পরিবেশ ও বাংলাদেশের সম্পদ

বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিঃ

বাংলাদেশ পৃথিবীর **বৃহত্তম ব-দ্বীপ**।

বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক বর্ণনাঃ

ভূমির অবস্থা এবং গঠনের সময়ানুক্রমিক দিক হতে বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিকে প্রধানত **তিনটি** বিভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হচ্ছেঃ

১. টারশিয়ারি **যুগের** পাহাড়সমূহ,

২. **প্লাইস্টোসিন কালের** সাোপানসমূহ এবং

৩. **সাম্প্রতিককালের** প্লাবন সমভূমি।

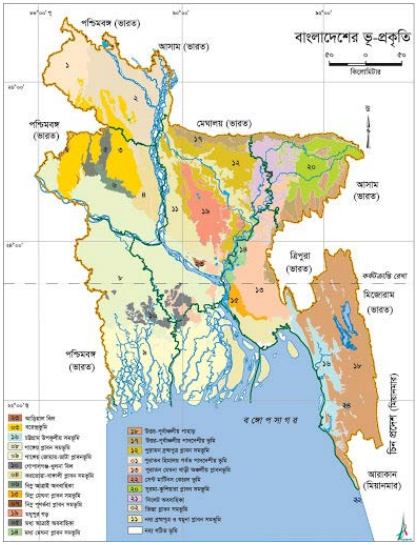

Source: বাংলাপিডিয়া

১. টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহঃ

বাংলাদেশের এ **টারশিয়ারি যুগের** পাহাড়গুলোকে **দুটি ভাগে** ভাগ করা যায়-
ক) **দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের** পাহাড়সমূহ এবং

খ) **উত্তর-পূর্বাঞ্চলের** পাহাড়সমূহ।

(টারশিয়ারী **শব্দের অর্থ**— তৃতীয়,

এর **সময়কাল**~ ৬৫ মিলিয়ন- ১.৮ মিলিয়ন খ্রিস্ট পূর্ব)

ভূ-তাত্ত্বিকভাবে **বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন ভুমির ধরণ** গঠিত হয় টারশিয়ারি **যুগে।**

ক)দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহঃ

রাঙামাটি,খাগড়াছড়ি, বান্দরবান এবং চট্টগ্রাম জেলার অংশবিশেষে এই পাহাড়গুলো অবস্থিত।

চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী অঞ্চলে সাধারণত জুম চাষপদ্ধতি দেখা যায়।

দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের উল্লেখযোগ্য নদীগুলাে হল কর্ণফুলী, সাঙ্গু, মাতামুহুরী, হালদা, কাসালং, নাফ প্রভৃতি। এছাড়াও **দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের** কতিপয় স্থানে প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লা, চুনাপাথর প্রভৃতি খনিজ পদার্থ বিদ্যমান রয়েছে।

খ)উত্তর পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহঃ

সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার ছোট বড় বিচ্ছিন্ন পাহাড়ি অঞ্চল নিয়ে এটি গঠিত।

মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সীমানায় অবস্থিত পাহাড়গুলোর কোনোরূপ পর্বতশ্রেণী দেখা যায়না। এদেরকে **ত্রিপুরার পাহাড়** বলা হয়।সম্প্রতি **সিলেট ও মৌলভীবাজার** জেলায় পাওয়া গেছে-**ইউরেনিয়াম।**

২)প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহঃ

প্লাইস্টোসিন হল- **বরফ যুগ।**

আনুমানিক **২৫,০০০ বছর পূর্বের সময়কে বলা হয়** প্লাইস্টোসিন কাল।

প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ অঞ্চলের **মাটির রং প্রধানত লাল ও ধূসর**। এই **উচ্চভূমিকে তিন ভাগে** ভাগ করা হয়। এগুলো হচ্ছেঃ

ক) বরেন্দ্র ভূমি,

খ) মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় এবং

গ) লালমাই পাহাড়।

ক) বরেন্দ্র ভূমিঃ

উত্তরবঙ্গের পদ্মা, যমুনা অঞ্চলের মধ্যভাগে নওগাঁ, বগুড়া, জয়পুরহাট, রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর জেলার অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত হয়েছে বরেন্দ্র অঞ্চল।

বরেন্দ্রভূমি **সর্ববৃহৎ প্লাইস্টোসিন যুগের উঁচু ভূমি**।

বরেন্দ্রভূমি এলাকায় **ভূমি অসমতল**

এই অঞ্চলের মাটি লাল ও কাকরময়।

বরেন্দ্রভূমি প্লাবন সমভূমির **৬ মিটার (২০ ফুট) হতে ১৩ মিটারের** ওপরে অবস্থিত।

বাংলাদেশের **সবচেয়ে খরাপ্রবণ অঞ্চল**—উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল।

বরেন্দ্র অঞ্চল **বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন এবং সেচের কারণে বেশ ক্ষতিগ্রস্ত** হয়েছে। বরেন্দ্র অঞ্চলের **প্রধান ফসল** হল **কৃষিজ ফসল**।

খ) মধুপুর এবং ভাওয়ালের গড়ঃ

উত্তরে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা পর্যন্ত বিস্তৃত **মধুপুর এবং ভাওয়ালের গড়।**

টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ জেলার মধ্যে অবস্থিত এ অঞ্চলের উত্তরাংশ নিয়ে মধুপুর গড় এবং **গাজীপুর জেলার মধ্যে অবস্থিত এ অঞ্চলের দক্ষিণাংশ নিয়ে** ভাওয়াল গড় গঠিত।

এই অঞ্চলের মাটির রং দেখতে **লাল এবং কঙ্করময়।**

বরেন্দ্রভূমি **বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ** এবং বাংলাদেশের **গজারি বৃক্ষের কেন্দ্র।**

ভাওয়াল ও মধুপুরের বনভূমি—**শালবৃক্ষের** জন্য বিখ্যাত।

মধুপুর এলাকায় **আনারসসহ নানা ধরনের সবজি** উৎপন্ন হয়।

গ)লালমাই পাহাড়ঃ

লালমাই পাহাড় **কুমিল্লা শহরের ৮ কিলোমিটার** পশ্চিমে অবস্থিত।

লালমাই পাহাড়ের **গড় উচ্চতা ২১ মিটার।**

লালমাই পাহাড়ের মাটি **লাল এবং নুড়ি, বালি** ইত্যাদি দ্বারা গঠিত।

লালমাই পাহাড়ে **আলু, তরমুজ** প্রভৃতির চাষ হয়।

লালমাই পাহাড়ের অংশবিশেষ । source: উইকিপিডিয়া

৩)সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি :

পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, মেঘনা প্রভৃতি নদ-নদী ও **এদের উপনদী ও শাখানদী বাহিত পলিমাটি** দ্বারা এই অঞ্চল গঠিত। এ অঞ্চলটি বাংলাদেশের অধিকাংশ স্থানব্যাপী বিস্তৃত রয়েছে।

এই অঞ্চলের **রাজশাহী অঞ্চলের চলন বিল, গোপালগঞ্জের বিল, সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার, ময়মনসিংহ ও শেরপুর জেলার হাওর ও বিলে** সারা মাস পানি থাকে।

চলন বিল। source: Travel Bangladesh

ক)কুমিল্লার সমভূমি :

চাঁদপুর, কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া **জেলার অধিকাংশ** এবং **লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালি, ফেনী ও হবিগঞ্জ জেলার কিছু অংশ** নিয়ে এই সমভূমি গঠিত।

খ) সিলেট অববাহিকা :

সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার অধিকাংশ এবং **কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলার পূর্বদিকের অংশ** নিয়ে এ অঞ্চল গঠিত।এই অঞ্চলে **বড় ধরনের ৫টি হাওড়** রয়েছে।

গ)পাদদেশীয় পলল সমভূমি :

উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার অধিকাংশ স্থান জুড়ে এ সমভূমি ছড়িয়ে আছে। **তিস্তা, আত্রাই, করতোয়া** প্রভৃতি নদীবাহিত পলি জমা হয়ে **এ ভূমির** সৃষ্টি হয়েছে। এর ভূমি **ঢালু** প্রকৃতির। সমুদ্রপৃষ্ঠ

হতে এ অঞ্চলের উচ্চতা প্রায় **৩০ মিটার (১০০ ফুট)।**

ঘ)গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা প্লাবন সমভূমিঃ

গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা প্লাবন সমভূমিই বাংলাদেশের মূল প্লাবন সমভূমি।

পদ্মা নদীর উত্তরে প্লাবন সমভূমির বাকি অংশই গঙ্গা (পদ্মা), ব্রহ্মপুত্র-মেঘনার প্লাবন সমভূমি নামে পরিচিত । এ প্লাবন সমভূমি **বৃহত্তর ঢাকা, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, পাবনা ও রাজশাহী অঞ্চলের** অংশবিশেষ নিয়ে বিস্তৃত।

ঙ) ব-দ্বীপ অঞ্চলীয় সমভূমিঃ

বাংলাদেশের **দক্ষিণ-পশ্চিমের সমভূমিকে** সাধারণত ব-দ্বীপ বলা হয়। এ ব-দ্বীপ অঞ্চলটির ব্যাপ্তি **বৃহত্তর কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুর, বরিশাল, পটুয়াখালি** অঞ্চলের সমুদয় অংশ এবং **রাজশাহী, পাবনা ও ঢাকা অঞ্চলের কিছু অংশ জুড়ে ।**

i) সক্রিয় বদ্বীপঃ

পূর্বে মেঘনা নদীর মোহনা থেকে পশ্চিমে গড়াই মধুমতি পর্যন্ত বিস্তৃত সমভুমির পূর্বাংশকে সক্রিয় বদ্বীপ বলা হয়।

বরিশাল পটুয়াখালি,গোপালগঞ্জ, মাদারিপুর - এই অঞ্চলের বিল এবং হাওড়ে প্রচুর পরিমানে মাছ পাওয়া যায়।

সক্রিয় বদ্বীপ অঞ্চলে শীতকালে বোরো এবং ইরি ধানের চাষ হয়।

ii)মৃতপ্রায় বদ্বীপ :

বাংলাদেশের **ব-দ্বীপ সমভূমির মধ্যে গড়াই-মধুমতি পশ্চিমাংশকে** মৃতপ্রায় ব-দ্বীপ বলা হয়।এই অঞ্চল **বৃহত্তর কুষ্টিয়া ও যশোর অঞ্চলের** অধিকাংশ স্থানব্যাপী বিস্তৃত।

iii) স্রোতজ সমভূমি :

বাংলাদেশের **ব-দ্বীপ অঞ্চলীয় সমভূমির দক্ষিণ ভাগের** যে অংশে **বঙ্গোপসাগরের জোয়ার-ভাটার প্রভাব** পরিলক্ষিত হয় সেই অংশকে**স্রোতজ সমভূমি** বলে। স্রোতজ সমভূমি অঞ্চলের অধিকাংশ অঞ্চল জুড়ে **ম্যানগ্রোভ বা গরান বৃক্ষের** বনভূমি রয়েছে।

বালাদেশে প্রথম জাতীয় পরিবেশ নীতি ঘোষিত হয়- ১৯৯২ সালে ।

চ)চট্টগ্রামের উপকূলীয় সমভূমি :

চট্টগ্রামের উপকূলীয় সমভূমি **ফেনী নদী হতে কক্সবাজারের** কিছু দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত। এ সমভূমি **কর্ণফুলী, সাঙ্গু, মাতামুহুরী, বাঁশখালি** প্রভৃতি নদীবাহিত পলল দ্বারা গঠিত।

এ অঞ্চলের **পতেঙ্গা,কক্সবাজার,এবং টেকনাফ** সৈকত বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ।

চিরহরিৎ বনভুমিঃ

যেসব **গাছের পাতা একসঙ্গে ঝরে যায় না** বরং **পাতাগুলো চির সবুজ** থাকে তাদের চিরহরিৎ বনভূমি বলা হয়।

খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, রাঙামাটি, চট্টগ্রাম এবং সিলেট অঞ্চলে এই ধরনের বনভূমি দেখা যায়।

লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান- ক্রান্তীয় এবং আধা চিরহরিৎ বন দ্বারা আবৃত।

সোয়াম্প ফরেস্টঃ

সিলেট জেলার **ঘোয়াইনঘাট উপজেলার ঘোয়াইন নদীর** তীরে প্রাকৃতিকভাবে গড়ে ওঠা বাংলাদেশের একমাত্র **মিঠাপানির জলাবদ্ধ বা সোয়াম্প ফরেস্ট** হচ্ছে রাতারগুল।

করচ, হিজল,ডুমুর,বরুন, পিঠালি, অর্জন, ছাতিম, বট ইত্যাদি এ অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য বৃক্ষ।

সোয়াম্প ফরেস্ট source:The Dhaka Times

নদী/ বিল/ ঝিল /হাওড়/ বাওড়ঃ

বাংলাদেশের **সবচেয়ে নাব্য নদী**- মেঘনা

বাংলাদেশের **বৃহত্তম/দীর্ঘতম নদী** - মেঘনা

বাংলাদেশের **দীর্ঘতম নদ** -ব্রহ্মপুত্র

বাংলাদেশের **প্রশস্ততম নদী**- মেঘনা

বাংলাদেশের **খরস্রোতা নদী** -কর্ণফুলী

বাংলাদেশের **গভীরতম নদী** -মেঘনা

বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে **প্রবাহিত আন্তর্জাতিক বা আন্তসীমান্ত নদী** -৫৭টি।

মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে আসা **অভিন্ন নদী**- ৩টি (সাঙ্গু, মাতামুহুরী এবং নাফ)

ভারত থেকে বাংলাদেশে আসা অভিন্ন নদী- ৫৪টি।

বাংলাদেশ ও মায়ানমারকে বিভক্তকারী নদী-নাফ

বাংলাদেশ ও ভারতকে বিভক্তকারী নদী— হাড়িয়াভাঙ্গা

মেঘনা নদীর **ভারতীয় অংশের** নাম- বরাক

বরাক নদীতেই- **টিপাইমুখ বাঁধ** নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

টিপাইমুখ বাঁধ অবস্থিত- ভারতের মণিপুর রাজ্যে।

বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করেছে— কুলিখ, আত্রাই, পুনর্ভবা ও টাঙ্গন। **কুলিখ ব্যতীত অবশিষ্ট ৩টি নদী পুনরায় বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে।**

পদ্মা নদীর অপর নাম- কীর্তিনাশা।

যমুনার অপর নাম- জোনাই।

ব্রহ্মপুত্রের অপর নাম- লৌহিত্য।

বুড়িগঙ্গা নদীর অপর নাম- দোলাই।

গঙ্গা দুইটি দেশের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। এগুলো হচ্ছে ভারত ও বাংলাদেশ।

ব্রহ্মপুত্র চারটি দেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত- চীন, নেপাল, ভারত ও বাংলাদেশ।

পদ্মা নদী মেঘনার সাথে মিলিত হয়েছে— চাঁদপুরে, যমুনার সাথে গোয়ালন্দে।

মেঘনা নদী ব্রহ্মপুত্র নদীর সাথে মিলিত হয়েছে—ভৈরব বাজারে।

সুরমা ও কুশিয়ারা মিলিত হয়েছে— হবিগঞ্জ জেলার আজমিরিগঞ্জ উপজেলা

বাংলাদেশের জলসীমায় উৎপত্তি ও সমাপ্তি নদী— হালদা।

বঙ্গোপসাগর -ভারত মহাসাগরের অংশবিশেষ।

বঙ্গোপসাগরের এ**কটি উল্লেখযোগ্য খাতের নাম** swatch of no ground যা বাংলায় 'গঙ্গাখাত' নামে সুপরিচিত।

উল্লেখযোগ্য দ্বীপসমূহঃ

পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ-বাংলাদেশ,

বাংলাদেশের বৃহত্তম ব-দ্বীপ—সুন্দরবন

বাংলাদেশের বৃহত্তম দ্বীপ—ভোলা।

কক্সবাজার জেলায় অবস্থিত **বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ** সেন্টমার্টিন দ্বীপ ।

সেন্টমার্টিন দ্বীপের **অপর নাম**-নারিকেল জিঞ্জিরা (৮ বর্গ কি. মি)। এটি বাংলাদেশের সবেচেয়ে ছো**ট ইউনিয়ন ও সর্ব দক্ষিণের দ্বীপ।**

বাংলাদেশের **একমাত্র পাহাড়ী দ্বীপ**-মহেশখালী।

বাতিঘর আছে-কুতুবদিয়া দ্বীপে (কক্সবাজার)।

নিঝুম দ্বীপ-মেঘনা নদীর মোহনায় অবস্থিত, (অবস্থান হাতিয়া, নোয়াখালী)

নদ-নদীর উৎপত্তি:

পদ্মা - হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহ।

মেঘনা - আসামের নাগা মনিপুর পাহাড়ের দক্ষিণে লুসাই পাহাড়।

যমুনা - কৈলাশ শৃঙ্গের মানস সরোবর।

ব্রহ্মপুত্র -কৈলাশ শৃঙ্গের মানস সরোবর।

কর্ণফুলী -মিজোরামের লুসাই পাহাড়।

করতোয়া -করোতোয়ার উৎপত্তিস্থল জলপাইগুড়ি জেলার বৈকুণ্ঠপুরের একটি জলাধার থেকে।

মাতামুহুরি - লামার মইভার পর্বত ।

তিস্তা - সিকিমের পর্বত অঞ্চল ।

সাঙ্গু -আরাকান পাহাড়।

মহানন্দা -হিমালয় পর্বতের মহালদীরাম পাহাড়।
বাংলাদেশের **সর্ববৃহৎ বিল**— চলনবিল (পাবনা ও নাটোর জেলা)

বাংলাদেশের **একমাত্র সীমান্তবর্তী বিল**- তামাবিল (সিলেট)

বাইক্কাবিল অবস্থিত- মৌলভীবাজারে।

এশিয়া এবং বাংলাদেশের **বৃহত্তম হাওড়**- হাকালুকি (মৌলভী বাজার)

বাংলাদেশের **দ্বিতীয় বৃহত্তম হাওড়**- টাঙ্গুয়ার হাওড়।

বর্তমানে **বাংলাদেশে সমুদ্রবন্দর**-৩টি । যথা: চট্টগ্রাম, মংলা ও পায়রা

বর্তমানে বাংলাদেশে **স্থলবন্দর**- ২৪টি।

বাংলাদেশে **সবচেয়ে বেশি চর** রয়েছে যমুনা নদীতে।

বাকল্যান্ড বাঁধ অবস্থিত-বুড়িগঙ্গার তীরে।

কোন নদীর তীরে অবস্থিতঃ

ঢাকা- বুড়িগঙ্গা।

সিলেট- সুরমা।

বরিশাল- কীর্তনখোলা ।

যশোর-কপোতাক্ষ।

সারদা- পদ্মা।

মহাস্থানগড় -করোতোয়া।

ময়মনসিংহ- ব্রহ্মপুত্র।

কুমিল্লা- গোমতী।

নারায়ণগঞ্জ- শীতলক্ষ্যা।

চট্টগ্রাম- কর্ণফুলী।

কক্সবাজার-নাফ।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া -তিতাস।

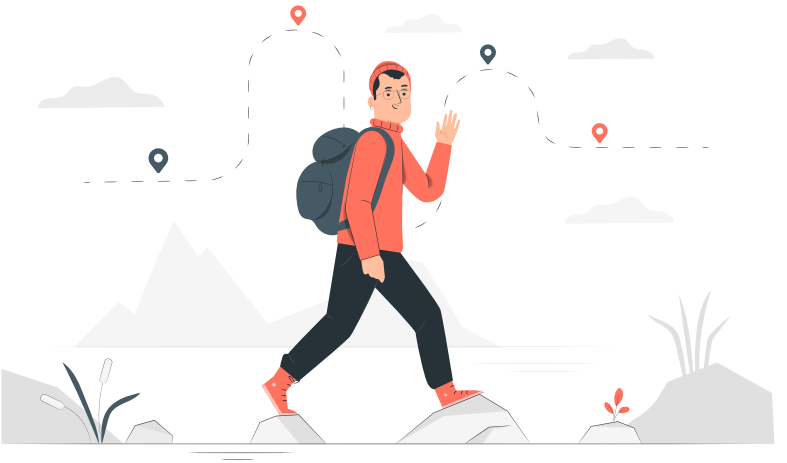

বাংলাদেশের সম্পদসমূহঃ

কৃষি এবং বনজঃ

বাংলাদেশের **কৃষি দিবস**-পহেলা অগ্রহায়ণ।

বাংলাদেশের **প্রধান অর্থকরী ফসল**-পাট।

বাংলাদেশের **দ্বিতীয় অর্থকরী ফসল**- চা।

রবি শস্য বলা হয় -শীতকালীন ।

খরিপ শস্য বলা হয় —গ্রীষ্মকালীন।

কৃষিশুমারীর সালঃ

প্রথম -১৯৭৭

দ্বিতীয়- ১৯৮৬

তৃতীয় - ১৯৯৭

চতুর্থ/সর্বশেষ- ২০০৮

উন্নত জাতের শস্যসমূহঃ

হীরা, মালা, বিপ্লব, ব্রিশাইল, দুলাভোগ, ইরাটম, আশা, প্রগতি, মুক্তা, বাউ-১৬, সাোনার বাংলা-১- উন্নত জাতের ধান।

বলাকা, দোয়েল, শতাব্দী, অগ্রণী, সোনালিকা, আনন্দ, আকবর, কাঞ্চন-উন্নত জাতের গম।

বর্ণালী ও শুভ্র, উত্তরণ—উন্নত জাতের ভুট্টা।

ডায়মণ্ড, কার্ডিনেল, কুফরী ও সিন্দুরী—উন্নত জাতের আলু।

মহানন্দা, মোহনভোগ, ল্যাংড়া, গোপালভোগ—উন্নত জাতের আম।

বাহার, মানিক, রতন, অপূর্ব, মিন্টো, ঝুমকা, সিদুর, শ্রাবণী—উন্নত জাতের টমেটো।

আউশ ধান রোপণ করা হয়- জুলাই-আগস্ট মাসে।

বাংলাদেশে **রোপা আমন ধান কাটা** হয়—অগ্রহায়ন-পৌষ মাসে।

বাংলাদেশে সবচেয়ে **বেশি উৎপাদিত ধান** -বোরো ধান।

সবচেয়ে বেশি **চা বাগান আছে এবং উৎপাদন** হয়- মৌলভীবাজারে।

বাংলাদেশের প্রথম বাণিজ্যিক চা বাগান - সিলেটের মালনিছড়া।

সিলেটের মালনিছড়া source: Travel Bnalgadesh

কেন্দ্রীয় **গো-প্রজনন খামার অবস্থিত** -সাভারে

বনভূমিঃ

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় **বনভূমি থাকা প্রয়োজন**-২৫%, **বাংলাদেশের আছে ১৭.৫%**।

বাংলাদেশের **বৃহত্তম বন সুন্দরবন** (আয়তন- ১০,০০০ বর্গকিলোমিটার, যার ৬০ শতাংশ বাংলাদেশে পড়েছে)।

ম্যানগ্রোভ হল- উপকূলীয় বন।

বাংলাদেশের **দীর্ঘতম গাছের** নাম–বৈলাম।

বাংলাদেশের **একক বৃহত্তম বনভূমি**—সুন্দরবন।

পৃথিবীর **বৃহত্তম টাইডাল ও ম্যানগ্রোভ** বন- সুন্দরবন।

সুন্দরবনে বাঘ গণনায় ব্যবহৃত হয়— পাগমার্ক পদ্ধতি।

অঞ্চল হিসেবে **বাংলাদেশের বৃহত্তম বনভূমি**-পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বনভূমি (প্রায় ১৩,১৮৪ বর্গকিলোমিটার)

পার্বত্য বনাঞ্চলকে বলা হয়- চিরহরিৎ বন।

বাংলাদেশ **বন গবেষণা ইনস্টিটিউট**- চট্টগ্রামে।

মৎস্য সম্পদঃ

বাংলাদেশের চিংড়িকে বলা হয়— White Gold।

বাগদা চিংড়িকে বলা হয়- black tiger।

বাগদা চিংড়ি চাষ হয়- লোনা পানিতে।

গলদা চিংড়ি চাষ হয়- স্বাদু পানিতে।

মৎস্য আইন অনুসারে-**২৩ সেমি. এর কম দৈর্ঘ্যের ইলিশ** জাতীয় মাছ ধরা নিষিদ্ধ।

'জাটকা কর্মসূচি পালন হয়ে থাকে -প্রতিবছরের নভেম্বর থেকে জুন মাস পর্যন্ত।

বাংলাদেশের **একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন** ক্ষেত্র হালদা নদী।

বাংলাদেশের **মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট** অবস্থিত- ফরিদপুরে।
বাংলাদেশের **মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট এর সদর** দপ্তর অবস্থিত- ময়মনসিংহে।

প্রাণিসম্পদঃ

যমুনাপাড়ি ছাগলের অপর নাম-রামছাগল।

ব্ল্যাকবেঙ্গল হল-কাল জাতের ছাগল।

ব্ল্যাকবেঙ্গল source: sonalinews.com

ব্ল্যাকবেঙ্গলের চামড়া বিশ্ববাজারে পরিচিত- কুষ্টিয়া গ্রেড নামে।

বাংলাদেশের **হরিণ প্রজনন কেন্দ্রটি** অবস্থিত – কক্সবাজার জেলার চকোরিয়াতে।

বাংলাদেশের **একমাত্র সরকারি কুমির প্রজনন কেন্দ্র** -করমজল, সুন্দরবনে অবস্থিত

দেশের প্রথম **বেসরকারি কুমির খামার** অবস্থিত – ভালুকা, ময়মনসিংহ।

শিল্প,খনিজ এবং শক্তি সম্পদঃ

প্রাকৃতিক গ্যাস এবং কয়লাঃ

বাংলাদেশে **সর্বপ্রথম গ্যাসক্ষেত্র** আবিস্কৃত হয়- ১৯৫৫ সাল (সিলেটের হরিপুরে) .

হরিপুরে গ্যাস উত্তোলন শুরু হয়-১৯৫৭ সালে।

সবচেয়ে বেশি গ্যাস ব্যবহৃত হয়—বিদ্যুৎ উৎপাদনে।

পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র – রূপপুর (পাবনা)।

বাংলাদেশের **প্রথম সৌরবিদ্যুৎ** চালু হয়— নরসিংদীতে।

দেশের **প্রথম বায়ুবিদ্যুৎ কেন্দ্র** - মুহুরির ড্যাম

(বাংলাদেশে এই পর্যন্ত **আবিস্কৃত গ্যাসক্ষেত্র**- 29টি (সর্বশেষ ভোলা নর্থ-১)।

মজুদ গ্যাসের দিক থেকে বাংলাদেশের **সর্ববৃহৎ** গ্যাস ক্ষেত্র তিতাস গ্যাস ক্ষেত্র।

দৈনিক সবচেয়ে বেশি গ্যাস উত্তোলন করা হয়- বিবিয়ানা গ্যাস ক্ষেত্র হতে।

সবচেয়ে **বড় গ্যাসক্ষেত্র**—তিতাস (বি. বাড়িয়া)।

বাংলাদেশের **অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ**- কয়লা।

জয়পুরহাট, রংপুর, নওগাঁ, দিনাজপুর, সুনামগঞ্জ জেলার বিভিন্ন স্থানে উন্নত মানের **বিটুমিনাস ও লিগনাইট** কয়লা পাওয়া যায়।

চুনাপাথর পাওয়া যায়- জয়পুরহাট, হবিগঞ্জ, জামালগঞ্জ, জাফলং, সেন্টমার্টিন ও সীতাকুণ্ডে।

বাংলাদেশে প্রথম বিদ্যুৎ আসে— ঢাকা সিটিতে।

ঢাকায় প্রথম বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালানো হয়— **৭ ডিসেম্বর, ১৯০১ সালে,** আহসান মঞ্জিলে।

বাংলাদেশের **প্রথম কয়লাচালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি** অবস্থিত- দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়ায়।

কয়লা পাওয়া যায়—- দিনাজপুর, জয়পুরহাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সিলেট ও খুলনায়।

বাংলাদেশের **সবচেয়ে বড় কয়লা** খনি—— দিনাজপুর জেলার দীঘিপাড়ায়।

সবচেয়ে বড় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র অবস্থিত- পায়রা, গোপালগঞ্জ।

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে **২টি গ্যাস** ক্ষেত্র আছে- সাঙ্গু ও কুতুবদিয়া

বাংলাদেশে ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে **সিলেট জেলার হরিপুরে সর্বপ্রথম খনিজ তেল** পাওয়া যায়
হরিপুরে তেল উত্তোলন শুরু হয়-১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে এবং **তেল উত্তোলন বন্ধ** হয়ে যায়- ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে।

অন্যান্যঃ

চীনামাটি পাওয়া যায়- নেত্রকোনা, নওগা ও চট্টগ্রামে।

দিনাজপুরের মধ্যপাড়ায়-কঠিন শিলা পাওয়া গেছে।

বাংলাদেশে **চুনাপাথরের উৎস**- টাকেরঘাট ও জাফলং।

বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি অবস্থিত-দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর থানায়।

বর্তমানে **বাংলাদেশে EPZ এর সংখ্যা**- ৮টি।

বাংলাদেশের প্রথম EPZ- চট্টগ্রাম। (১৯৮৩)

রাঙ্গামাটির চন্দ্রঘোনা **কাগজ কলের প্রধান কাঁচামাল**- বাঁশ।

বাংলদেশের **একমাত্র অস্ত্রনির্মাণ কারখানা**-গাজীপুরে।

পানি সম্পদঃ

বাংলাদেশে **পানি সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহার** হয়- কৃষি কাজে।

বাংলাদেশের **নলকূপে প্রথম আর্সেনিক** ধরা পড়ে- ১৯৯৩ সালে।

বাংলাদেশের **সর্বাধিক আর্সেনিক আক্রান্ত জেলা**- চাঁদপুর।

WHO এর মতে **পানিতে আর্সেনিকের গ্রহণযোগ্যতার মাত্রা**- ০.০১ মিলিগ্রাম/লিটার
আর্সেনিক দূরীকরণে **সনোফিল্টারের** উদ্ভাবক- **প্রফেসর আবুল হুসসাম।**

বাংলাদেশ ভারত পানি চুক্তি হয়- ১২ ডিসেম্বর, ১৯৯৬ সালে।

বাংলাদেশের **সর্ববৃহৎ পানি শোধনাগার**-সায়দাবাদ পানি শোধনাগার।

বাংলাদেশের **প্রথম পানি শোধনাগার**- চাঁদনীঘাট।

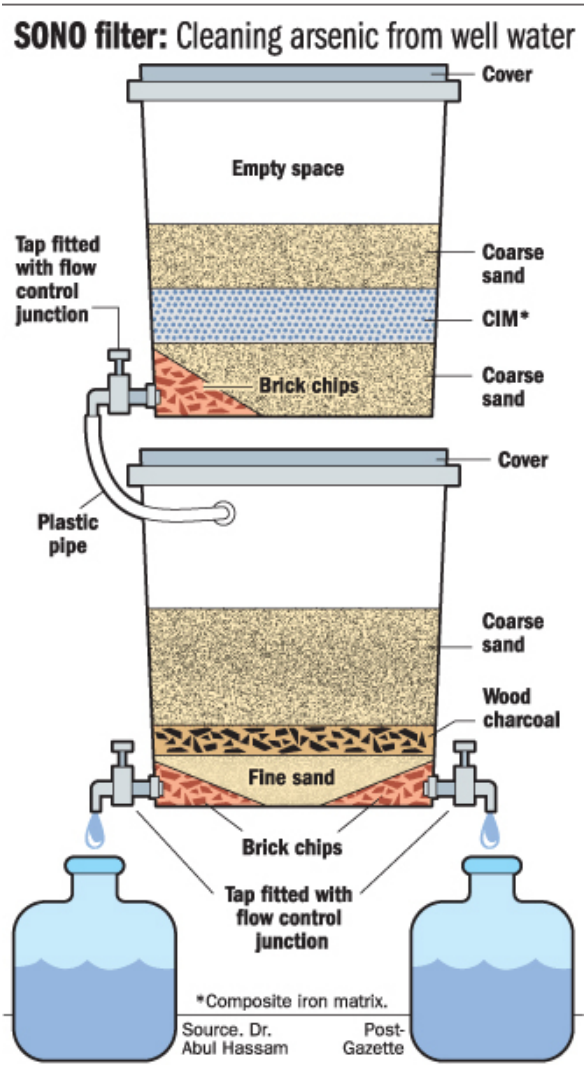

সনোফিল্টার source:The New Humanitarian